KATHOPOKATHAN - ATIT O BARTAMAN
DOUBLE-BLIND PEER-REVIEWED JOURNAL
Website – kathopokathan.in Email - kathopokathanjournal@gmail.com
Volume : 02, Issue :01, (January - June) 2025
Published On 28th March 2025

১৮৫৭-র বিদ্রোহকালীন বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ব্রিটিশ প্রশাসনের তৎপরতা ও জনসমাজে প্রতিক্রিয়া

পলাশ সেনাপতি
সহকারী শিক্ষক, পি.জি.টি (ইতিহাস), জেলা মুখ্যমন্ত্রী উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় গোড্ডা, ঝাড়খণ্ড;
পিএইচ.ডি. গবেষক, মেদিনীপুর কলেজ রিসার্চ সেন্টার, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহের আঞ্চলিক তারতম্যের বিষয়টি এরিক স্টোকস দক্ষতার সাথে আলোচনা করেছেন।[1] ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া ও পরিবেশ, জমির উর্বরতা ইত্যাদি নানান কারণের ফলে স্থানীয় স্তরে বিদ্রোহের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছিল।[2] এই বিষয়গুলি মাথায় রাখলে বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সিপাহী বিদ্রোহের সম্ভবনা হ্রাসের প্রবনতা বুঝতে অসুবিধা হয়না। কিন্তু তা স্বত্বেও যখন মেদিনীপুরের মতো অঞ্চলে ব্রিটিশ প্রশাসন বিদ্রোহের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে তৎপরতার সাথে ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করে এবং জনমনে বিদ্রোহের শুরু হওয়া নিয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় তখন বিদ্রোহের মূল এলাকার বাইরের অঞ্চলের প্রতিও আমাদের মনে আগ্রহের উদ্রেক হয়। সেই রকম আগ্রহের উদ্রেক থেকেই এবং নিজ অঞ্চলের মহাবিদ্রোহকালীন সিপাহীদের অবস্থান, বিট্রিশ প্রশাসনের তৎপরতা এবং জনসমাজের ভাবনা ফুটিয়ে তোলার একটা প্রয়াস করা হয়েছে এই নিবন্ধে।

সূচক শব্দ : দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের সীমান্ত, ব্রিটিশ প্রশাসন, সিপাহী, মহাবিদ্রোহ, জনসমাজ

ভূমিকা :

ঐতিহাসিক মহলে এক প্রচলিত ধারণা আছে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ যা গণ-বিদ্রোহের আকার ধারণ করেছিল বাংলায় তার প্রতিফলন পড়েনি।[3] তাঁরা আরও বলতে চান বাংলায় বহরমপুর, দমদম ও ব্যারাকপুর ছাড়া অন্যত্র সিপাহিদের মধ্যে কোনো অসন্তোষ বা পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ছিল না যার দরুন তাঁদের বিদ্রোহে শামিল হবার কোনো ইচ্ছা বা বাসনাও ছিল না।[4] কিন্তু বিদ্রোহের সমসাময়িককালে ভারতীয় লেখক ও ব্রিটিশ প্রশাসকদের লেখা বিদ্রোহের বিবরণ, স্মৃতিকথা ও মহাফেজখানায় সংরক্ষিত নথিপত্র পর্যবেক্ষণ করলে এক বিপরীত চিত্র পাওয়া যায়। বাংলাদেশের সর্বত্র বিশেষ করে উত্তর ও পূর্ব বাংলার ব্যারাক ও রেজিমেন্টে থাকা সিপাহিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বিদ্রোহে যোগদান করেছিল।[5] এমনকি কলকাতাসহ পশ্চিমবাংলার বিভিন্নস্থানে সিপাহিরা তাঁদের অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ বিদ্রোহের মাধ্যমে তুলে ধরে এটাই প্রমান করতে চেয়েছিল যে তাঁরা আর ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ কোনোভাবেই মেনে নিতে চায় না।[6] আমরা মূলত দেখার চেষ্টা করবো যে, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকা অর্থাৎ মেদিনীপূর থেকে বাঁকুড়া পর্যন্ত কি সিপাহিদের আভ্যুত্থান হয়েছিল। যদি হয়ে থাকে তা কতটা ব্যাপক ছিল। বা যদি নাও হয়ে থাকে তার সম্ভাবনাই কতটা ছিল। ব্রিটিশ প্রশাসনের

তরফে কি ধরণের সাবধানতা বা নিরাপত্তা অবলম্বন করা হয়েছিল। জনমনে বিদ্রোহের সম্পর্কে কি ধরণের আগ্রহ বা আতঙ্ক কাজ করেছিল।

১৮৫৭-র বিদ্রোহকালীন মেদিনীপুরের ব্রিটিশ প্রশাসন :

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ব্রিটিশ প্রশাসনের তরফে ধরণের যথেষ্ট সাবধানতা বা নিরাপত্তা অবলম্বন করা হয়েছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সিপাহীদের সমাবেশ এতটাই মারাত্মক প্রকৃতির ছিল যে তারা বীভৎসতা মিলিটারি ডিপার্টমেন্টের সচিবকে জানানো হয়েছিল। বাঁকুড়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হচ্ছে, "Bancoorah is an important civil station, 76 miles or thereabouts from Midnapore on the direct route from the latter station to the Grand Trunk Road or to the districts of the South Western Frontier Agency"[7]. প্রশাসনের তরফ থেকে আরও মনে হয়েছিল যে যদি তারা কোনো কারণে মেদিনীপুরে ব্যর্থ হয় তাহলে "the Mutineers would proceed via Bancoorah to the West". মেদিনীপুর এতই অনুভূতিপ্রবন এলাকা ছিল যে সেখানে দুশোর বেশী শেখাওয়াতি ব্রিগ্রেড মোতায়েন করা হয়েছিল। মেদিনীপুর এই সময় গভর্নর জেনারেলের বিশেষ চিন্তার ব্যাপার ছিল। তাই একসঙ্গে মেদিনীপুর ও বাঁকুড়াকে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ রাখার জন্য বিশেষ সতর্কমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করে সেখানে শেখাওয়াতি ব্যাটেলিয়ান ছাড়াও ইউরোপীয় বাহিনী মোতায়েন করার ওপর জোর দেওয়া হয়। লেফট্যান্যান্ট গভর্নরকে এ কথাই বলা হয়েছিল, "...that mischief at Midnapore will almost inevitably be followed immediately by mischief at Bancoorah".[8] আসলে ব্রিটিশ প্রশাসন ১৮৫৭-র সিপাহীদের আভ্যুত্থানে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকা নিয়ে আরও বেশী চিন্তিত হয়ে পড়েছিল কারণ তারা আশঙ্কা করছিল যে এর সুযোগ নিয়ে এই অঞ্চলের বসবাসকারী উপজাতিরা আবার অষ্টাদশ শতকের মতো আক্রমনের নেশায় মেতে উঠতে পারে। ব্রিটিশ প্রশাসনের এই আতঙ্ক উঠে এসেছে ১৮৫৭-এর সেপ্টেম্বরের চিঠিতে, "...that their presence at Bancoorah would not merely keep that station from destruction but could by guarding the chief of not the only road which mutineers could take from Midnapore tend largely to deter from any rising at that station".[9] এমনকি একথাও বলা হয়েছিল যে, এইসব সীমান্তবর্তী পথগুলোতে সৈন্যবাহিনীর ফ্ল্যাগ মার্চ করা দরকার।

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকার মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও রানীগঞ্জের ওপর সিপাহীদের আক্রমণের সম্ভবনা উপলব্ধি করে ১৮৫৭-র ১০ সেপ্টেম্বর জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্টের সচিব A. R. Young লিখেন, "The Governor has satisfied himself and the Governor-General has no doubt...arrived at the same conclusion...that Europeans could not at this time of year reach Midnapore by any route without much delay and difficulty or without their approach becoming known to the sepoys at that station".[10] মেদিনীপুরের নিরাপত্তা রক্ষা করা যে একমাত্র গভর্নর জেনারেল ও তার কাউন্সিলের ওপর নির্ভরশীল ছিল তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু তা সত্বেও মেদিনীপুর জেলায় সিপাহী বিদ্রোহ ঘটবার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছিল। আসলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে সিপাহীদের

মধ্যে যে অসন্তোষের আগুন জ্বলছিল তা দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের সিপাহীদের মধ্যে এক বিদ্বেষের সৃষ্টি করে। এর ফলে শেখওয়াতি রেজিমেন্টের সিপাহীরা ক্রমশ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও ট্রিবুয়াটরী মহল যা দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের দিকে প্রসারিত সে সকল অঞ্চলের সাঁওতালদের দ্বারা অসন্তোষ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে। তাই প্রশাসনের তরফে এই সব অঞ্চলে সতর্কতা অবলম্ববন করে সাঁওতালদের কাছ থেকে সামরিক সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। অর্থাৎ ব্রিটিশ প্রশাসনের তরফে মেদিনীপুর ও বাঁকুড়াকে বাঁচিয়ে রাখার সবরকম প্রয়াস চালানো হয়। সেক্ষেত্রে ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনীর সাহায্য ছাড়া যে সুরক্ষা সম্ভব নয় তা ব্রিটিশদের প্রতিবেদনে স্পষ্ট।

রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত-এ বিদ্রোহকালীন মেদিনীপুর :

এই আলোচনায় মহাবিদ্রোহ কালে মেদিনীপুরের জনসমাজে ও ব্রিটিশ প্রশাসনের প্রস্তুতি সংক্রান্ত বিবরণ পাওয়া যায় রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত গ্রন্থে। তিনি ১৮৫১ সাল থেকে ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত মেদিনীপুর গবর্নমেন্ট জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি লিখছেন, "সিপাহীবিদ্রোহের ভারতব্যাপী তরঙ্গ মেদিনীপুর পর্যন্ত পৌঁছেছে"।[11] তিনি লিখেছেন, "সিপাহীদের গুপ্ত ষড়যন্ত্র এত বিস্তৃত ছিল যে ১০ মে – অব্যবহিত পরেই একজন তেওয়ারি ব্রাহ্মণ মেদিনীপুরস্থ রাজপুত জাতীয় সিপাহীর কে বিগড়াইবার চেষ্টা করে। মেদিনীপুরে যে রাজপুত জাতীয়র পলটন ছিল তাহার নাম Shekawattee Battalion। Colonel Foster এই পলটনের অধিনায়ক ছিলেন। উক্ত তেওয়ারি ব্রাহ্মণকে মেদিনীপুর স্কুলের সম্মুখে কেল্লার মাঠে ইংরেজরা ফাঁসি দেন"।[12] এই ঘটনা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের একবারে শুরুর দিকের অর্থাৎ মেদিনীপুরের মতো অঞ্চলে মীরাটের ঘটনার পরে পরেই এখানে প্রভাব পড়েছিল যা অত্যন্ত তৎপর্যপূর্ণ। তিনি বিদ্রোহের সংবাদ কিভাবে মেদিনীপুরের মতো এলাকায় আসছিল সে সম্পর্কে লিখেছেন, "একস্থানের বিদ্রোহের সংবাদের পর আর এক স্থানের বিদ্রোহের সংবাদ যেমন মেদিনীপুরে আসতে লাগিল। তখনকার যে সকল কাগজে বিশেষত 'Phoenix' কাগজে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিদ্রোহের যে বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইত তাহা আমরা কি ঔৎসুক্যের সহিত পাঠ করিতাম তাহা বলিতে পারি না"।[13] তিনি বিদ্রোহ কালীন মেদিনীপুরের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন, "বাঙালিদের অপেক্ষা সাহেবেরা আরও অধিক ভীত হইয়াছিলেন"।[14] তাঁর বর্ণানা থেকে বোঝা যায় যে, সাহেবদের ভীতির কারণ সঙ্গত ভাবেই স্বাভাবিক কারণ সিপাহীদের অসন্তোষ ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এবং সেক্ষেত্রে সিপাহিদের আক্রমণের লক্ষ্যও যে সাহেবরাই তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

মেদিনীপুরের ব্রিটিশ প্রশাসন যে কিপ্রকার ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছিল তার বর্ণনা করতে গিয়ে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করেছেন যেমন, "একদিন সাহেবরা ক্যান্টনমেন্টে গিয়া সিপাহীদের ডাকিয়া একটা খালের উপর ধান দুর্বা রাখিয়া প্রত্যেক সিপাহীকে তাহা ছুঁইয়া এই শপথ করিতে বলিলেন যে সে বিদ্রোহী হইবে না"।[15] এই ঘটনা প্রমাণ করে মেদিনীপুরের ব্রিটিশ সাহেবদের মনেও সিপাহীদের বিদ্রোহ প্রবণতা সম্পর্কে সংশয়ের উদ্রেক হয়েছিল। তাই ভারতীয় ধর্ম ভাবনা ও বিশ্বাসকে অবলম্বন করে তাদের শপথ করিয়ে নেওয়ার অভিনব পন্থার আশ্রয় নিয়েছিল। শুধু তাই নয় লেখক তাঁর আত্মচরিতে ১৮৫৭ এর জুন মাসে মেদিনীপুরে বর্ষার আগমন কালীন এক বর্ণনায় সাহেবদের বিদ্রোহের আশঙ্কায় কংসাবতী নদী পেরিয়ে আত্মরক্ষার প্রস্তুতিরও উল্লেখ

কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন, " জুন মাস পড়িতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মেদিনীপুরের নিকটবর্তী কংসাবতী নদী গ্রীষ্মকালে শুষ্ক থাকে, বৃষ্টি পড়িলে প্রবাহমান হয়। সাহেবেরা ও কোনো কোনো বাঙালি ভদ্রলোক কংসাবতী নদীতে নৌকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই মানসে রাখিয়াছিলেন যে যখনই বিদ্রোহ হইবে তখনই নৌকায় চড়িয়া পলায়ন করিবেন"।[16] অর্থাৎ মেদিনীপুরকে বিদ্রোহের থেকে রক্ষা করা যদি প্রথম পদেক্ষেপ হয় দ্বিতীয় পন্থা বিদ্রোহ যদি নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায় তাহলে নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য জলপথে পলায়ন। এইরূপ আত্মরক্ষার উপায় সাহেব ছাড়ও অর্থ সঙ্গতিপূর্ণ ভদ্রলোকেরাও করেছিল বলে জানা যায়। এছাড়া, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকালীন মেদিনীপুরের ব্রিটিশ প্রশাসনের মধ্যেও যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা নিয়ে কিরকম আতঙ্ক কাজ করেছিল তা ধরা পড়ে মেদিনীপুরের এক সন্ধ্যাকালীন ঘটনার বর্ণনায়, "একদিন সন্ধ্যায় সময় কালেক্টর সাহেবখানা খাইতে বসিয়াছেন এমন সময়ে মেদিনীপুরের জমিদারি কাছারির কোনো ভৃত্য সখ করিয়া একটি বোমা ছুড়িল। বোমার আওয়াজ শুনিবার মাত্র সাহেবের হাত হইতে ছুরি কাঁটা পড়িয়া গেল ও আওয়াজের কারণ জানিবার জন্য চাপরাশির উপর চাপরাশি পাঠাইলেন"।[17] এই ঘটনা নিশ্চয় লেখকের সচক্ষে দেখার সুযোগ হয়নি। হয়ত লেখকের শোনা ঘটনা। ঘটনার সত্যতার মধ্যে অতিশয়োক্তি থাকা অস্বভাবিক নয় তবে, ঘটনার গুজব প্রমাণ করে যে বিদ্রোহের প্রবণতা ও তা সম্পর্কে ব্রিটিশ প্রশাসন ও জনগণ অবহিত ছিল।

বিদ্রোহকালীন সময়ে সিপাহীদের বিদ্রোহী সম্ভবনাময় মনোভাবের প্রতি মেদিনীপুর শহরবাসীর আতঙ্কের প্রতিচ্ছবি রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত গ্রন্থে বিভিন্ন ভাবে ফুটে উঠেছে। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, "আমরা স্কুলে কাজ করিবার সময় প্যান্টালুনের ভিতর ধুতি পরিয়া কাজ করিতাম, যখনই সিপাহী আসবে প্যান্টালুন ও চাপকান ছাড়িয়া ধুতি ও চাদর বাহির করিয়া পরিব স্থির করিয়াছিলাম। সিপাহীদের প্যান্টালুনের উপর বিশেষ রাগ ছিল"।[18] লেখকের বর্ণনায় এটা বোঝা যাচ্ছে, সিপাহীদের প্যান্টালুনের প্রতি রাগের কারণ এই পোশাকটি ছিল ইংরেজদের পরণীয়। ব্রিটিশদের প্রতি আসন্তোষ থেকে তাদের পোশাকের অনুকরণকারী শিক্ষিত ভারতীয়দের প্রতিও তাদের বিশেষ রাগ নিশ্চয় বেশ কয়েকবার বহিঃপ্রকাশিত হয়েছে, যার থেকে শিক্ষিতমহলে দেশীয় সিপাহীদের 'প্যান্টালুন বিদ্বেষ' গুজোবের আকার নিয়েছিল। লেখক জনমনের বিদ্রোহের সূচনা সম্পর্কে আরেকটি সাংকেতিক গুজব শুনেছিলেন যে, সিপাহীরা যখনই টাকার পরিবর্তে বাজারে মোহর সংগ্রহ করে তখনই বুঝে নিতে হবে বিদ্রোহ আর বেশি দেরী নেই। সেহেতু এই সময় সিপাহীদের বিভিন্ন কার্যকলাপের উপর শুধু ব্রিটিশ প্রশাসন নজর রাখছিল না, জনসাধারণও নিজেদের নিরাপত্তার তাগিদে সিপাহীদের প্রতি নজর রাখছিল। মেদিনীপুরের সিপাহীরা যে কোনো মুহূর্তে বিদ্রোহ করতে এইরূপ আতঙ্কে মেদিনীপুর শহরবাসীও আচ্ছন্ন ছিল, লেখকের আরেকটি বিবরণ সেক্ষেত্রে উল্লেখ্য, "একদিন জন্মাষ্টমীর পর্বোপলক্ষে সিপাহীরা হাতির উপর চড়িয়া নিশান উড়াইয়া বাজনা বাজাইয়া আওয়াজ করিতে করিতে শহরের দিকে আসিতেছিল, আমরা তখন স্কুলে পড়াইতেছিলাম। আমরা মনে করিলাম সিপাহীরা শহর আক্রমণ করিতে আসিতেছে। স্কুলে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, বালকেরা টেবিল ও বেঞ্চের নীচে লুকাইতে লাগিল। Ostrich (অসস্ট্রিচ) পাখি যেমন চক্ষু বুজিলেই মনে করে যে সে নিরাপদ তেমনি ছাত্রেরা মনে করিয়াছিল যে বেঞ্চের নীচে লুকাইলেই নিরাপদ। আমরাও প্যান্টালুন ও চাপকান পরিত্যাগ করিয়া ধুতি বাহির করিতেছিলাম, এমন সময় আমরা শুনিলাম যে সিপাহীরা তাহাদিগের জন্মাষ্টমীর পর্বোপলক্ষে এইরূপ ধুমধাম করিতেছে। ইহা শুনিয়া আমরা প্রকৃতিস্থ হইলাম"।[19] ঘটনাটি মেদিনীপুর

শহরবাসীর সিপাহী বিদ্রোহের প্রবনতার দিকটি পরিস্ফুট করে। ঘটনাটি যেকোনো মূহুর্তে সিপাহীদের বিদ্রোহ মেদিনীপুরের শহরের বুকে আছড়ে পড়ার সম্ভনার কথাই বলে।

বিদ্রোহের সম্ভবনাময় মনোভাবের প্রতি মেদিনীপুর শহরবাসীর আতঙ্কের বিষয়টি মেদিনীপুরের ব্রিটিশ প্রশাসনকে ভাবিত করেছিল। ব্রিটিশ প্রশাসন যেমন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সামরিক নিরাপত্তা বৃদ্ধির দিকে ও সিপাহীদের দিকে নজর দিয়েছিল তেমনি, জনমনে আতঙ্কের বহিঃপ্রকাশ দূর করার জন্য বিশেষ সভা মাধ্যমে আশ্বস্ত করার ও গুজবে আতঙ্কিত হলে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেছিল। রাজনারায়ন বসু এক জায়গায় লিখেছেন, "ম্যাজিস্ট্রেট লসিংটন সাহেব (তখন ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের পদ ভিন্ন ছিল, একই ব্যক্তি দুই কাজ করিতেন না) একদিন ভদ্র বাঙালিদিগের সভা ডাকিয়া বলিলেন যে কেহ আতঙ্কের চিহ্ন প্রকাশ করিবে তাহাকেই জেলে দিব।... তিনি সভাস্থলে নিমন্ত্রিতদিগের সকলে উপস্থিত আছে কি না জানিবার জন্য যখন সভা আহ্বানকারী পত্রের লেফেপার লিখিত নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন তখন জলামুঠার রাজার অছি ধরণীধর রায়ের নাম... এবং স্কুলসমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর উমাচরণ হালদারের নাম করিয়াছিলেন"।[20] এই সভাগুলির আয়োজন ব্রিটিশ প্রশাসনের তরফে হয়েছে এবং তাতে মেদিনীপুরের বিভিন্ন জমিদার ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীর ডাক পড়েছিল। শুধু তাই নয় লেখক বলেছেন, "আমি যখনই রাত্রিতে আমি জাগিয়াছি তখনই লসিংটন সাহেবের বগিগাড়ির শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। তিনি সারা রাত্রি শহরে এইরূপ চৌকি দিতেন"।[21] অর্থাৎ ব্রিটিশ প্রশাসন জনমনের আতঙ্কের দিকটি লঘু করে দেখেনি তা, যেমন দূর করার চেষ্টাও করেছিল তেমনি নিরাপত্তাও বৃদ্ধি করে দিয়েছিলই বলে মনে হয়।

উপসংহার :

তবে শেষ পর্যন্ত মেদিনীপুরে সিপাহীদের বিদ্রোহ হয়নি। তার কারণ হিসেবে রাজনারায়ণ বসু বলেছেন, "পরিশেষে ওই পলটন স্থানান্তরিত হওয়াতে উদ্বেগের সকল কারণ চুকিয়া গেল। যদিও এই সময় সংবাদপত্রে মিথ্যা জনরব লিখিত হইয়াছিল যে, Shekawattee Battalion মেদিনীপুরে বিদ্রোহ করিয়া বর্ধমানের দিকে চলিয়া গিয়াছে"।[22] তবে লেখক মেদিনীপুরে সিপাহীদের বিদ্রোহ না হওয়ার কারণ হিসেবে কর্নেল সাহেবের রাজপুত উপপত্নীর কথা বলেছেন যে, "সিপাহীরা কর্নেল সাহেবের রাজপুত উপপত্নীর কথা বড়ো মান্য করিত। বিদ্রোহের প্রস্তাব হইলে সে সিপাহীদের তাহা করিতে নিবারণ করিত"।[23] বিদ্রোহ না হওয়া সংক্রান্ত লেখকের যুক্তিকে গুরুত্ব দিয়েও বলতে হয় যে, ব্রিটিশ প্রশাসন মেদিনীপুরকে বিদ্রোহমুক্ত রাখার ও ব্রিদ্রোহ কোনো ভাবে শুরু হলেও তাকে বিস্তারিত না হতে দেওয়ার বিষয়ে ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছিল। এক্ষেত্রে ব্রিটিশ প্রশাসন নিরাপত্তামূলক ভাবে ও সিপাহিদের উপর সবরকমের নজরদারী চালানোর মাধ্যমে বিদ্রোহের প্রবনতাকে শেষ পর্যন্ত ঠেকিয়ে দিয়েছিল। ব্রিটিশ প্রশাসনের এই সতর্কমূলক ব্যবস্থা সিপাহী বিদ্রোহের আগুন থেকে মেদিনীপুরকে রক্ষা করেছিল। এছাড়া একথাও বলতে হবে যে, মেদিনীপুরের জনসমাজ সিপাহীদের অসন্তোষের সাথে একাত্ম হতে পারেনি, বরং সিপাহীদের বিদ্রোহের কথা ভেবেই স্বাভাবিক জীবন যাপনে ব্যাঘাত ঘটতে পারে ভেবেই আতঙ্কিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে সিপাহীরাও নিজেদের মেদিনীপুরের জনগণের সাথে নিজেদের এক করে তুলতে পারেনি বা বলা ভালো সিপাহীদের অসন্তোষ মেদিনীপুরের তৎকালীন জনসমাজে সঞ্চারিত হয়নি।

তথ্যসূত্র :

[1] Stokes, Eric *'The Presant Armed'; The Indian Rebellion of 1857*, edited by. C.A. Bayly, Clarendon Press, Oxford, 1986, pp. 214

[2] *Ibid* p. 214-215

[3] ভট্টাচার্য, আনন্দ '১৮৫৭ – *'মহাবিদ্রোহ ও বাংলা'*, আকাশদীপ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৭

[4] তদেব, পৃ. ৭

[5] তদেব, পৃ. ৭

[6] তদেব, পৃ. ৭

[7] Letter from the Offg. Magistrate, Bancoorah to A. R. Young dated 7 August 1857.

[8] *Ibid*

[9] Letter from A. R. Young to Secy. Govt. of India, Military Deptt. Date 10 September 1857 : Judicial 10 September 1857, No. 174

[10] Letter from A. R. Young to Secy. Govt. of India, Military Deptt. Date 10 September 1857 : Judicial 10 September 1857, No. 174

[11] *রাজনারায়ন বসুর আত্মচরিত*, ক্যালকাটা, কুন্তলীন প্রেস, ১৯০৯, পৃ. ১০১

[12] *তদেব,* পৃ. ১০২

[13] *তদেব,* পৃ. ১০২

[14] *তদেব,* পৃ. ১০২

[15] *তদেব,* পৃ. ১০২

[16] *তদেব,* পৃ. ১০২

[17] *তদেব,* পৃ. ১০২-১০৩

[18] *তদেব,* পৃ. ১০৩

[19] *তদেব,* পৃ. ১০৩

[20] *তদেব,* পৃ. ১০৪

[21] *তদেব,* পৃ. ১০৪

[22] *তদেব,* পৃ. ১০৪

[23] *তদেব,* পৃ. ১০৪